بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষাপটে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড এবং তাঁর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তৃতাগুলির পরিচয়

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

গতকাল ছিল ২০শে ফেব্রুয়ারি। এই দিনটি জামা'তের মধ্যে **'হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর দিন'** হিসেবে পরিচিত। এই উপলক্ষে জামা'তের বিভিন্ন স্থানে সভা অনুষ্ঠিত হয়। এটি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর একটি দীর্ঘ ভবিষ্যদ্বাণী, যেখানে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণের এবং তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। এই ভবিষ্যদ্বাণী ২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৬ সালে একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এই ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে ঐ পুত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত কিছু ঐশী শব্দ ছিল- **'সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও প্রজ্ঞাবান হবে এবং তাকে বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান দ্বারা পরিপূর্ণ করা হবে।'** আল্লাহ্ তাআলা এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে এক পুত্র সন্তান দান করেন, যিনি এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁর নাম ছিল হযরত মির্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ, যিনি **'মুসলেহ্ মাওউদ'** নামেও পরিচিত।

উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীতে যেমনটি বলা হয়েছিল যে সেই পুত্রকে বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান দ্বারা পরিপূর্ণ করা হবে, আল্লাহ তা'আলা নিজেই তাঁর জ্ঞান ও ভাষাকে প্রখর করেছেন এবং প্রজ্ঞা দান করেছেন। তিনি পার্থিব বিষয়গুলোতে খুব দুর্বল ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দ্বারা এমন সব জ্ঞানমূলক, ধর্মীয় ও প্রশাসনিক কাজ সম্পাদন করিয়েছেন যে বড় বড় পণ্ডিত ব্যক্তিরাও তাঁর সামনে শিশুসম মনে হতো। তাঁর বাহান্ন বছরের খিলাফতকালই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহন করে।

তিনি বিশ্বের বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য বক্তৃতা প্রদান করেছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন, এবং তাঁর ধর্মীয় ও

কুরআনের জ্ঞানের কোনো পরিসীমা নেই। পার্থিব বিষয়গুলো, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির ওপরও তিনি বক্তৃতা করেছেন ও প্রবন্ধ লিখেছেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে অসাধারণ মানসম্পন্ন প্রবন্ধ লিখেছেন ও বক্তব্য প্রদান করেছেন। অর্থনৈতিক বিষয়াবলি এবং বিভিন্ন বৈশ্বিক ব্যবস্থাসমূহ যেমন **সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, পুঁজিবাদ** ইত্যাদির বিশ্লেষণ করেছেন এবং বক্তৃতা দিয়েছেন, যা পরবর্তীতে বইয়ের আকারেও প্রকাশিত হয়েছে এবং জামা'তের সাহিত্য হিসেবে সংরক্ষিত রয়েছে। এমনকি সামরিক ও যুদ্ধবিষয়ক বিষয়াদির পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক ও জ্ঞানমূলক বিষয়েও তিনি এমন গূঢ়তত্ত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেছেন যা শুনে হতবাক হতে হয়।

হুযূর (আই.) বলেন, এখন আমি সেসবের মাঝ থেকে দৃষ্টান্তস্বরূপ কিছু প্রবন্ধ ও বক্তৃতার পরিচিতি উল্লেখ করব মাত্র।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) তাঁর খিলাফতকালের প্রথমাংশে, অর্থাৎ **১৮ই** সেপ্টেম্বর **১৯১৯** সালে **তুরস্কের ভবিষ্যৎ এবং মুসলমানদের করণীয়** সম্পর্কিত পর্যালোচনামূলক একটি পুস্তক রচনা করেছিলেন। ধর্মীয় ঐক্যের মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে উপকৃত হওয়ার লক্ষ্যে তিনি (রা.) তুরস্কের সরকার ব্যবস্থাকে –যখন তারা বিপদসীমার খুব কাছাকাছি ছিল– অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে পথনির্দেশনা প্রদান করে বলেন, আমার মতে কোনো মুসলমান শাসককে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে অপসারণ করা বা রাজ্যের মর্যাদা দেয়া এরূপ এক কাজ যা প্রতিটি মুসলমান ফিরকা অপছন্দ করে এবং তাদের কাছে অসহনীয় মনে হয়। তুরস্কের উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি পরামর্শ দিয়ে বলেন, **কেবল সমাবেশের আয়োজন কিংবা বক্তৃতা প্রদানের মাধ্যমে কোনো লাভ হবে না আর অর্থ জমা করে বিজ্ঞাপন বা ছোট্ট পুস্তিকা প্রকাশ করেও কোনো লাভ নেই, বরং একটি সুসংগঠিত প্রচেষ্টা যা বিশ্বের সমস্ত দেশে একযোগে চালিয়ে যেতে হবে।**

হুযূর (আই.) বলেন, এ বিষয়টি আজও মুসলমানদের ভেবে দেখা উচিত। সে যুগে এটি কেবল তুরস্ক রাষ্টের সাথেই সম্পর্কিত ছিল, বর্তমানে পূর্বের চেয়ে অধিক হারে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের; বিশেষত আরব বিশ্বের এদিকে মনোযোগ দেয়া উচিত। কেবল ধ্বনি উচ্চকিত করাই বা সভা–সমিতি প্রভৃতি আয়োজন করায় কোনো লাভ নেই, বরং ব্যবহারিক পদক্ষেপ নিতে হবে।

ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের কারণ বর্ণনা করে এমন পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) যে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন তা হলো, **মুসলমানদের উচিত তারা যেন নিজেদের ভুলত্রুটি থেকে তওবা করে খোদা তা'লার প্রতি অবনত হয় এবং নিজেরা ইসলাম অনুধাবন করে আর এর সত্যতা সম্পর্কে অবগত হয় এবং অন্যদের কাছে এর বাণী পৌঁছায়,** যাতে সেই অধঃপতন যা এখন মুসলমানদের দিকে ধেয়ে আসছে তা প্রতিহত হয়। হুযূর (আই.) বলেন, আজও মুসলমানদের এই নীতিই অবলম্বন করা উচিত, নতুবা ইসলাম বিরোধী শক্তি মুসলমান দেশগুলোকে চতুর্দিক থেকে কুক্ষিগত করতে থাকবে আর বর্তমানে এমনটিই করে যাচ্ছে।

পুনরায় **১৩ই** জুলাই, **১৯২৫** সালে **অল পার্টিস কনফারেন্সে** হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) একটি প্রবন্ধ রচনা করে প্রেরণ করেন। তিনি এ প্রবন্ধে ইসলামের ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক সংজ্ঞা তুলে ধরেন। তিনি (রা.) বলেন, **ইসলামের সকল ফিরকার উচিত রাজনৈতিক অঙ্গনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করা। কেননা রাজনৈতিকভাবে মুসলমানরা যদি কোনো ফিরকাকে পৃথক করে দেয় তাহলে তারা নিশ্চয়ই অন্য কারো সাথে গিয়ে গাঁটছড়া বাঁধবে।** এরপর তিনি ইসলামের উন্নতি, প্রচার ও প্রসার এবং রাজনৈতিক দৃঢ়তার বিষয়ে

কতিপয় মূল্যবান প্রস্তাব ও পরামর্শ প্রদান করেন।

তিনি (রা.) আরো বলেন, **শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একে অপরের ধর্মীয় বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়, বিশ্বাসগতভাবে পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকের বাক-স্বাধীনতা নিশ্চিত করা উচিত।** আমরা যদি এরূপ করতে না পারি তাহলে এটি প্রমাণিত হবে যে, আমাদের মতবিরোধ ধর্মীয় স্বার্থের জন্য নয় বরং ব্যক্তিস্বার্থে।

ভারতবর্ষে পাকিস্তান ও ভারতের তৎকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি **গোলটেবিল কনফারেন্স** অনুষ্ঠিত হয়েছিল আর মুসলমানদের পক্ষ থেকে এতে প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের স্বাধীনতার বিষয়টি যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে একটি কমিশন গঠন করেছিল যাদের ওপর এ বিষয়টি খতিয়ে দেখার দায়িত্ব ছিল যে, ভারতের লোকদেরকে পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য কতটুকু অবকাশ দেয়া যেতে পারে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বিভিন্ন সময়ে এই কমিশনকে দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন এবং তাদের কাছে নিজের মতাদর্শ তুলে ধরেছেন। জামা'তের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে, উল্লিখিত কনফারেন্সকে কেন্দ্র করে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) মুসলমানদের দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য অতি দ্রুত একটি প্রবন্ধ রচনা করেন এবং তাদেরকে উপদেশ প্রদান করেন, তারা যেন পারস্পরিক মতবিরোধ ও মতানৈক্য পরিত্যাগ করে এবং জাতীয় স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ ও একজোট হয়ে কাজ করে; কেবলমাত্র তখনই তারা বিরোধী জাতিসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজেদের অধিকার আদায় করতে সক্ষম হবে।

তৎকালীন সময়ে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে তিনি (রা.) একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। **সাইমন কমিশন** মুসলমানদের অধিকারের বিষয়গুলো দৃষ্টিপটে রাখেনি। তাই তিনি এই কমিশনের প্রতিবেদন সম্পর্কে পর্যালোচনা করে এর ত্রুটিগুলো স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন এবং ভারতবর্ষে মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন। মুসলমানদের পক্ষ থেকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে গোল টেবিল বৈঠকে এটি পেশ করা হয়, যা উপস্থিত বিচক্ষণদের হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলে এবং সবাই এর স্বপক্ষে সমর্থন প্রদানে বাধ্য হয়।

এ সম্পর্কে দিল্লির একটি পত্রিকা লিখেছিল, আহ্মদীরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সমর্থন করছে, অথচ অন্যান্য মুসলমানরা তাদের সাথে ভালো আচরণ করেনি। এরপর যখন পাকিস্তান পৃথক হয়ে যাবে আর মুসলমানরা তাদের সাথে তদ্রুপ আচরণ করবে যেমনটি কাবুলে তাদের সাথে করা হয়েছে তখন আহ্মদীরা বলবে, আমাদেরকে ভারতে জায়গা দাও। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) ১৬ই মে, ১৯৪৫ সালে মাগরিবের নামাযের পর এ সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন, আমাদের জন্য আবশ্যক হলো, আমরা নির্যাতিতদের সাহায্য করব, যদি তারা আমাদেরকে হত্যা করে কিংবা কষ্ট দেয় তবুও। আমাদের শত্রুরা যদি আমাদের সাথে অন্যায়-অবিচার করে তথাপিও আমরা ন্যায়সম্মত ব্যবহার করব। বর্তমানেও অনেকে এই প্রশ্ন করে যে, হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) কেন পাকিস্তান পৃথকীকরণে সমর্থন করেছেন? এই বক্তব্যটি হলো তাদের প্রশ্নের উত্তর। সে সময় মুসলমানদেরকে সাহায্য করা প্রয়োজন ছিল আর জামা'ত সর্বাবস্থায় মুসলমানদের সাহায্যে প্রথম সারিতে অবস্থান করে।

এছাড়া হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) **রাশিয়া এবং তৎকালীন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রাশিয়ার পোল্যাণ্ডে অনুপ্রবেশের বিষয়টি পর্যালোচনা করে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।** বিভিন্ন জাতি- গোষ্ঠির মাঝে পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়নের প্রতিও তাঁর গভীর দৃষ্টি ছিল। এ বিষয়ে তাঁর আরো বেশ কিছু প্রবন্ধ রয়েছে। এছাড়া তাঁর

বহুল পরিমাণে ধর্মীয় পুস্তকাদি, কুরআনের বিশাল তফসীর, জুমুআর খুতবা ও জলসার বক্তৃতা এবং বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ বক্তব্যের এক বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে। হুযূর (আই.) বলেন, হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) রচিত কুরআনের তফসীর যা পূর্বে ১০ খণ্ডে তফসীরে কবীর আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এখন আরো কিছু নোট পাওয়া গেছে, ফলে সেগুলো প্রকাশ করায় এটি এখন পনেরো খণ্ডে দাঁড়িয়েছে। তবে, আরো কিছু সূরার অপ্রকাশিত নোট রয়েছে, সেগুলোর সংকলন কাজও চলছে আর সেগুলো প্রকাশ করা হলে এটি ৩০ খণ্ডে উপনীত হবে আর এর মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা হবে প্রায় ত্রিশ হাজার। কাজেই, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে যে ভবিষ্যদ্বাণী আল্লাহ্ তা'লা করেছেন তা সবদিক থেকে হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেবের সত্তায় পূর্ণতা লাভ করেছে। আমাদের উচিত তাঁর বইপুস্তক পাঠ করা এবং এথেকে লাভবান হওয়া। এছাড়া আরো অনেক বিষয় রয়েছে যা এ যুগে এসে সত্যায়িত হচ্ছে; এগুলো থেকে আমাদের লাভবান হওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন, আমীন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

21February 2025

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission

.....P.O.....

Distt.....Pin.....W.B

To,

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat